দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 18 JUN 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক বেতন বৈষম্যের শিকার

রাশেদ আহমেদ ।। দেশে প্রায় ২০ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের ৮০ হাজার শিক্ষক দীর্ঘদিন থেকে সরকারের বেতন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৮০ শতাংশ সরকার প্রদান করলেও বেসরকারি প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা এই সুবিধা পাচ্ছেন না। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারের গঠিত একটি কমিটি ৬ মাস আগে 'বেসরকারি ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের সরকারি অনুদান ৮০ শতাংশে উন্নীত করার সুপারিশ করে; কিন্তু গত ৬ মাসেও তা কার্যকর করা হয়নি। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তৎকালীন সচিব সৈয়দ আমির উল মুলককে আহ্বায়ক করে।

এই কমিটি দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অনুদান ৮০ শতাংশ করার প্রস্তাবসহ প্রতি গ্রামে ও মহল্লায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করে। সেই সাথে ১০ বছরের মধ্যে প্রতি গ্রামে একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক সূত্র জানায়, দেশে বেসরকারি রেজিস্ট্রেশনকৃত ১৯ হাজার ৬শ' ৮৪টি স্কুল রয়েছে। এই স্কুলগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। এই শিক্ষকদের সরকারি বেতন কাঠামো ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। ৫ বছরের অধিক পুরনো স্কুলের শিক্ষকরা এক হাজার পঞ্চাশ টাকা করে মাসে অনুদান পেয়ে থাকেন। যেসব স্কুলের বয়স ৫ বছর সেই স্কুলের শিক্ষকদের দেয়া হয় ৭৪৫ টাকা করে। ৩ বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষকরা পান ৬৫০ টাকা মাসে এবং সদ্য রেজিস্ট্রিকৃত স্কুলের শিক্ষকদের মাসিক অনুদান দেয়া হয় ৫২৫ টাকা করে। সূত্রমতে, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮ হাজার ৭শ' ১০টি এবং এই স্কুলগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯শ' ৪৮। সরকারি এই শিক্ষকদের তুলনায় বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য আকাশ-পাতাল তফাত।

বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকরা তাদের বেতনের ৮০ শতাংশ সরকারি অনুদান পেয়ে থাকেন; কিন্তু বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা একই শ্রম দিয়েও এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা এ সম্পর্কে বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের অনুদান মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সমপরিমাণ করা দরকার। কারণ তাদের বর্তমান বেতন কাঠামো এতোই নগণ্য, যা দিয়ে একজন মানুষের জীবনধারণ করা দুরূহ।